রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ৯, ১৯৯৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২শে আষাঢ় ১৪০৫ বাং/৬ই জুলাই ১৯৯৮ ইং।

এস, আর, ও, নং ১৫১-আইন/৯৮, আইন-ভেটিং-৩/৯৭—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, উক্ত সংবিধানের ১৪০(২) অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথাঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা।—এই বিধিমালা লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং কর্মকর্তা (আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯৮ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন;

(খ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত তফসিল;

(গ) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা এবং চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি;

(ঘ) "পদ" অর্থ তফসিলে উল্লিখিত কোন পদ;

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

(ঙ) "প্রয়োজনীয় যোগ্যতা" অর্থ সংশ্লিষ্ট পদের জন্য তফসিলে উল্লিখিত যোগ্যতা;

(চ) "মন্ত্রণালয়" অর্থ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;

(ছ) "শিক্ষানবিস" অর্থ কোন পদে শিক্ষানবিস হিসাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি;

(জ) "স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ আপাততঃ বলবৎ কোন আইন দ্বারা বা আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোন বিশ্ববিদ্যালয় এবং এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়া ঘোষিত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়।

৩। নিয়োগ পদ্ধতি।—(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৯(৩) অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী এবং বিধি ৭ এর বিধান সাপেক্ষে, কোন পদে তফসিলে উল্লিখিত পদ্ধতিতে নিয়োগ করা হইবে।

(২) কোন ব্যক্তিকে কোন পদে নিয়োগ করা হইবে না, যদি তজ্জন্য তাঁহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে এবং সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাঁহার বয়স উক্ত পদের জন্য তফসিলে উল্লেখিত বয়সসীমা মধ্যে না হয়।

৪। সরাসরি নিয়োগ।—(১) কমিশনের সুপারিশ ব্যতিরেকে কমিশনের আওতাভুক্ত কোন পদে কোন ব্যক্তিকে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে না।

(২) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত যাচাই কমিটির সুপারিশ ব্যতিরেকে কমিশনের আওতা বহির্ভূত কোন পদে সরাসরি নিয়োগ করা চলিবে না।

(৩) কোন পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য কোন ব্যক্তি যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন, অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হন, অথবা বাংলাদেশের ডমিসাইল না হন;

(খ) এমন কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করেন অথবা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নহেন।

(৪) কোন পদে সরাসরি নিয়োগ করা হইবে না, যদি—

(ক) নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড অথবা, ক্ষেত্র বিশেষে, তৎকর্তৃক মনোনীত কোন মেডিক্যাল অফিসার এই মর্মে প্রত্যয়ন করেন যে, উক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতভাবে অনুরূপ পদে নিয়োগযোগ্য এবং তিনি এইরূপ কোন দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন না, যাহা সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে : এবং

(খ) এইরূপে বাছাইকৃত ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সীর মাধ্যমে তদন্ত না হইয়া থাকে ও তদন্তের ফলে দেখা না যায় যে, প্রজাতন্ত্রের চাকুরীতে নিযুক্তির জন্য তিনি অনুপযুক্ত নহেন।

৫। পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ।—(১) এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত সংশ্লিষ্ট বাছাই বা নির্বাচন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কোন পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ৩য় শ্রেণী হইতে ২য় শ্রেণী এবং ২য় শ্রেণী হইতে ১ম শ্রেণীর পদে কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তির চাকরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হয় তাহা হইলে তিনি কোন পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

৬। শিক্ষানবিস।—(১) কোন স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তিকে শিক্ষানবিসের স্তরে—

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, যোগদানের তারিখ হইতে দুই বৎসরের জন্য, এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, উক্ত তারিখ হইতে এক বৎসরের জন্য, নিয়োগদান করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া কোন শিক্ষানবিসের শিক্ষানবিসি মেয়াদ এইরূপ বর্ধিত করিতে পারিবেন যাহাতে বর্ধিত মেয়াদ সর্বসাকুল্যে দুই বৎসরের অধিক না হয়।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন শিক্ষানবিসের শিক্ষানবিসি মেয়াদ চলাকালে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, তাহার আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক নহে, বা তাহার কর্মদক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা নাই, সেক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, শিক্ষানবিসের চাকরীর অবসান ঘটাইতে পারিবেন; এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবেন।

(৩) শিক্ষানবিসির মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে তাহাসহ, পূর্ণ হওয়ার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, শিক্ষানবিসি মেয়াদ চলাকালে কোন শিক্ষানবিসের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল তাহা হইলে, তাহার চাকুরী স্থায়ী করিবেন, এবং

(খ) যদি মনে করেন যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালে শিক্ষানবিসের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল না, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ—

(অ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবেন; এবং

(আ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবেন।

(৪) কোন শিক্ষানবিসকে কোন নির্দিষ্ট পদে স্থায়ী করা হইবে না যতক্ষণ না সরকারী আদেশবলে, সময়ে সময়ে যে পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, সেই পরীক্ষায় তিনি পাস করেন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

৭। বিশেষ বিধান।—(১) এই বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন,—

(ক) এই বিধিমালা কার্যকর হওয়ার তারিখে মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং কার্যে অনুমোদিত পদের বিপরীতে উপ-সচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব, সহকারী সচিব বা সমমানের পদে প্রেষণে কর্মরত আছেন এমন প্রত্যেক কর্মকর্তাকে, তৎকর্তৃক লিখিতভাবে আত্মীকরণে অভিপ্রায় ব্যক্ত করা এবং তাহার মূল নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে, যথাক্রমে, উপ-সচিব (ড্রাফটিং), সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) এবং সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) পদে আত্মীকরণের মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয়ে লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং কার্যে সিনিয়র সহকারী সচিব বা সমমানের পদে অন্যূন ৫ বৎসর চাকুরী করিয়াছেন এমন যে কোন কর্মকর্তাকে, তাহার প্রথম শ্রেণীর সরকারী চাকুরী ১০ বৎসর হওয়া, উক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক লিখিতভাবে আত্মীকরণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা এবং তাহার মূল নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে, উপ-সচিব (ড্রাফটিং) পদে আত্মীকরণের মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে।

(খ) এই বিধিমালা কার্যকর হওয়ার তারিখ হইতে পরবর্তী এক বৎসর সময়সীমার মধ্যে—

(অ) মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং কার্যে বিভিন্ন সময়ে সিনিয়র সহকারী সচিব বা সমমানের পদে অন্যূন ৫ বৎসর চাকুরী করিয়াছেন, বি, সি, এস (বিচার) ক্যাডারের এমন কোন কর্মকর্তাকে তৎকর্তৃক লিখিতভাবে আত্মীকরণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা, তাহার মূল নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশ সাপেক্ষে, উপ-সচিব (ড্রাফটিং) পদে আত্মীকরণের মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে ;

(আ) বি, সি, এস (বিচার) ক্যাডারের সিনিয়র সহকারী জজ বা সাব-জজ পদের যে কোন কর্মকর্তা-কে, এতদুদ্দেশ্যে তাহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করা, তাহার মূল নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশ সাপেক্ষে, সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) পদে আত্মীকরণের মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে।

(গ) এই বিধিমালা কার্যকর হওয়ার তারিখে বি, সি, এস, (বিচার) ক্যাডারের কোন কর্মকর্তা মন্ত্রণালয়ের ড্রাফটিং কার্যের কোন পদে প্রেষণে নিয়োজিত থাকিলে তিনি, তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্যন্ত, সমমর্যাদাসম্পন্ন পদে প্রেষণে কর্মরত থাকিতে পারিবেন।

(ঘ) এই বিধিমালা কার্যকর হওয়ার পূর্বে মন্ত্রণালয়ে লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং কাজে কোন সমমানের পদের চাকুরীকাল, যদি থাকে, তফসিলের কলাম ৫-এ পদোন্নতির জন্য উক্ত পদের আত্মীকৃত কর্মকর্তার উল্লিখিত চাকুরীকাল হিসাবে গণনা করা হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আত্মীকৃত কোন কর্মকর্তা কখনও তাহার পূর্ব পদ বা ক্যাডার বা অফিসে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবে না।

তফসিল

[বিধি ২(ক) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫
১।	অতিরিক্ত সচিব (ড্রাফটিং)		যুগ্ম-সচিব (ড্রাফটিং) গণের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে। পদোন্নতির যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে, মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (ড্রাফটিং) হিসাবে কমপক্ষে দুই বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতাসহ লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং কাজে কমপক্ষে ১৮ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে।	পদোন্নতি: যুগ্ম-সচিব (ড্রাফটিং) পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের চাকুরী।
২।	যুগ্ম-সচিব (ড্রাফটিং)		উপ-সচিব (ড্রাফটিং) গণের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে; পদোন্নতির যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে প্রেষণে নিয়োগের মাধ্যমে।	পদোন্নতি: উপ-সচিব (ড্রাফটিং) পদে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী। প্রেষণে নিয়োগ: মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)-এর অভিজ্ঞতাসহ উপ-সচিব (ড্রাফটিং) পদে কমপক্ষে মোট ৫ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বি, সি, এস (বিচার) ক্যাডারের কোন কর্মকর্তা।

১	২	৩	৪	৫
৩।	উপ-সচিব (ড্রাফটিং)		সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) গণের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে; পদোন্নতিরযোগ্য প্রার্থী না পাওয়া গেলে প্রেষণে নিয়োগের মাধ্যমে।	পদোন্নতি : সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) পদে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী। প্রেষণে নিয়োগ : মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং কাজে সিনিয়র সহকারী সচিব বা সমমানপদে কমপক্ষে মোট ৫ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বি, সি, এস (বিচার) ক্যাডারের কোন কর্মকর্তা।
৪।	সিঃ সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)		সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) গণের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) পদে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।
৫।	সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইন বিষয়ে কমপক্ষে ২য় শ্রেণীর (সম্মান) সহ ২য় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আমিন উল্লাহ
সচিব।

মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
বিমান বিহারী দাস, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।